দৈনিক ভোরের কাগজ

তারিখ ... 8 MAY 2003
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

ভোরের কাগজ

দুটো ঘোষণা বা সিদ্ধান্ত প্রায় একই সময়ে এসেছে; একটি দিয়েছে শিক্ষা মন্ত্রণালয়, অপরটি পাবলিক সার্ভিস কমিশন। দুটোই চাকরির নিয়োগ-সংক্রান্ত বিষয়ে। একটি দেশের হাজার হাজার বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে, অপরটি দেশের অপর গুরুত্বপূর্ণ ক্যাডার সার্ভিসের ক্ষেত্রে। দুটোরই গুরুত্বের কথা লিখে জানানোর প্রয়োজন নেই।

দেশের বেসরকারি স্কুল-কলেজ ও মাদ্রাসাসমূহে এতোদিন শিক্ষক নিয়োগে যে নিয়মনীতি কার্যকর ছিল শিক্ষা মন্ত্রণালয় সম্প্রতি তা বাতিল করে নতুন নিয়মে শিক্ষক-কর্মচারী নিয়োগ বিধির কথা ঘোষণা করেছে। ইতিমধ্যে এ সংক্রান্ত ঘোষণা দিয়ে শিক্ষা মন্ত্রণালয় পরিপত্র জারি করেছে। অপরদিকে পাবলিক সার্ভিস কমিশন বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিসের পরীক্ষায় অংশগ্রহণকারীদের এসএসসি এবং এইচএসসিতে বাংলা ও ইংরেজি বিষয়ে ন্যূনতম ৪৫% নম্বর থাকার বিধান শর্ত যুক্ত করেছে। প্রথম সিদ্ধান্তটির ক্ষেত্রে তেমন প্রতিক্রিয়ার কথা কেউ জানিয়েছে বলে শুনিনি বা পত্রপত্রিকায় দেখিনি। তবে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের ঘোষণা শোনার পরপরই বেশকিছু শিক্ষা প্রতিষ্ঠান আগের তারিখ ও অনুমোদন দেখিয়ে শিক্ষক-কর্মচারী নিয়োগের উদ্যোগ নেওয়া শুরু করলে শিক্ষা মন্ত্রণালয়কে তা বন্ধের জন্য হস্তক্ষেপ করতে হয়েছিল। তাতেই বোঝা যাচ্ছে, এ ক্ষেত্রে দুর্নীতি কতো গভীরে ছিল। তবে বিসিএস-এর বিষয়টি নিয়ে বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্রছাত্রীদের একটি অংশ বিরোধিতা করছে বলে পত্রিকাগুলোতে দেখছি। দেশের প্রায় ৩০ হাজার বেসরকারি স্কুল-কলেজ ও মাদ্রাসায় শিক্ষক এবং কর্মচারী নিয়োগের ক্ষেত্রে এতোদিনকার নিয়মনীতিতে স্বজনপ্রীতি, দুর্নীতি ও অনিয়মের যে বেড়িবাঁধ সৃষ্টি হয়েছিল তা অতিক্রম করে মেধা ও যোগ্যতার পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে কতোজন শিক্ষক চাকরি লাভ করেছেন তা নিয়ে ঘোরতর সন্দেহ অনেক আগেই দেখা দিয়েছে; একইভাবে ক্যাডার সার্ভিসেও কর্মকর্তাদের বাংলা বা ইংরেজি ভাষাজ্ঞানের দক্ষতার বিষয়টি নিয়ে একটি সমস্যা বিরাজ করার কথা প্রায়ই শোনা যেতো। সে কারণেই এ দুটো সিদ্ধান্তেরই যথেষ্ট ভিত্তি বা ইতিবাচক দিক যেমন রয়েছে, আবার উভয় ক্ষেত্রেই নতুন ঘোষণাই মূল সমস্যার সমাধানে যথেষ্ট নয় বলে আমার কাছে মনে হচ্ছে।

আসুন সমস্যা দুটোর দিকে তাকাই এবং একটু গভীরে যাওয়ার চেষ্টা করি। প্রথমেই বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষক-কর্মচারী নিয়োগ বিধি প্রসঙ্গে কিছু কথা। এতোদিন দেশের বেসরকারি স্কুল-কলেজ ও মাদ্রাসাসমূহে শিক্ষক-কর্মচারী নিয়োগে ম্যানেজিং কমিটির সর্বময় ক্ষমতা ছিল। আমি ঠিক বুঝে উঠতে পারি না, আমাদের শিক্ষা মন্ত্রণালয় যখন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান পরিচালনা কর্তৃপক্ষকে শিক্ষক নিয়োগে এমন একচেটিয়া ক্ষমতা প্রদান করেছিল, তখন কি তারা বুঝতে পারেনি যে— দেশের শিক্ষা ব্যবস্থায় এর ভয়াবহ পরিণতি কি হবে? প্রতিবেশী দেশ-দুনিয়ার খোঁজখবর, অভিজ্ঞতার কথা তারা কি আদৌ রাখেননি বা জানতেন না? আমাদের আমলারা কিন্তু নিজেদেরকে সর্বজ্ঞান ও সর্ববিদ্যায় সবার চেয়ে শ্রেষ্ঠ মনে করেন। তারাই দেশের হাজার হাজার শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষক নিয়োগ লাভে গভর্নিং বডি (জিবি)-এর যে ক্ষমতা দিলেন, তাতে দেশের শিক্ষা ব্যবস্থায় যে ধস নেমেছে তা আর কোনোদিনই শোধরানো যাবে বলে আমার মনে হয় না। এ পর্যন্ত দেশে প্রায় ৩০ হাজারের মতো বেসরকারি স্কুল-কলেজ ও মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এগুলোতে কমপক্ষে ১৫-২০ জন করে শিক্ষক নিয়োগ পেয়েছেন জিবির মাধ্যমে। জিবিতে যদিও ইউএনও, ডিসি কিংবা তাদের প্রতিনিধি থাকেন কিন্তু নিয়োগদানের জন্য আয়োজিত ওইসব পরীক্ষায় বিশেষজ্ঞ হিসেবে থাকার অভিজ্ঞতা থেকে বলতে পারি, খুব কম ক্ষেত্রেই যোগ্য ও মেধাবী শিক্ষক বাছাই করার ক্ষেত্রে জিবি আন্তরিক থাকে, এমনকি ইউএনও, ডিসি বা তাদের প্রতিনিধিরাও। চাকরি দেওয়া ও পাওয়ার এমন একটি সুবর্ণ সুযোগকে স্বার্থবাদী মহল খুব কমই হাতছাড়া করেছেন। সরকারি চাকরি না হলেও বেসরকারি স্কুল-কলেজ ও মাদ্রাসাসমূহে যতেত